গাংনীতে তামাক ক্ষেত কর্তণ, তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে দুই কৃষকের প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দুই কৃষক।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে এই তামাক কর্তণের ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের কৃষক ফজলুল হকের দেড় বিঘা ও রিপন আলীর ১৪ কাঠা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ফজলুল হক ও রিপন আলীর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা।

এঘটনায় ধর্মচাকি গ্রামের তিন জনকে বিবাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ফজলুল হক। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামিরা হলেন, ওই গ্রামের মৃত হারুন অর রশিদের ছেলে আব্দুল কাদের, মৃত ফাকের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দস ও মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মঙ্গল আলী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। এজন্য ফসলের ক্ষেত বিনষ্ট করতে হবে। এটা খুবই দু:খজনক। মাঠে ঘটনাগুলো ঘটছে, যেখানে পুলিশের ডিউটি সম্ভব নয়। এছাড়া কৃষকরাও পাহারা দিতে পারেনা। ইতোপূর্বে ফসল কর্তণের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। সে মামলা তদন্ত চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন।

মেহেরপুরে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টায় থানায় মামলা

পেঁপে আর মালটা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ অপচেষ্টার অভিযোগে মাইনুল ইসলাম (৫৬) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ এর (৪) (খ) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন ওই শিশুর পিতা। মামলা নং ৩২, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।
ধষর্ণে অভিযুক্ত মাইনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙারমাঠ শিশিরপাড়া গ্রামের ইছাহাক আলীর ছেলে।

পুলিশ ওই ভিকটিমকে উদ্ধার করে আজ সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এছাড়া বিকালের দিকে তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিলে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারি অফিসার বৈকন্ঠপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাদির লিখিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করে এসআই আব্দুল মতিন জানান, গতকাল সোমবার বিকালের দিকে অভিযুক্ত মাইনুল ইসাম মেয়েটিকে পাকা পেঁপে ও মালটা খেতে দেওয়ার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

এসময় মেয়েটি চিৎকার দিলে সে পলিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ভিতটিমকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। এঘটনায় ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে মাইনুলকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান, তিন সন্তানের জনক মাইনুল ইসলাম পেশায় একজন দিন মজুর। এর আগেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের

পরোয়ানাভূক্ত খালেকুজ্জামান গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি খালেকুজ্জামান (৫০) গ্রেফতার করেছে।
খালেকুজ্জামান সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলীর ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। সে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ২৫৫/২২ পলাতক আসামি।

সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে খালেকুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযান। ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালত কর্তৃক এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম (৪২)ওরফে রড কালামকে গ্রেফতার করেছে।

আবুল কালাম গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার শের আলীর ছেলে।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানার উপপরিদর্শক

(এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আবুল কালামের নামে সিআর ২২৯/১৮ এবং সিআর ২৫৮/১৮ নং মামলায় এক বছরের কারাদন্ড ও ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক মাসুদ জানান, কারাদন্ড হওয়ার পর সে পলাতক ছিল। গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগামীকাল শুক্রবার (২০ আগষ্ট) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ টি মামলায় পলাতক ভাবি দেবর ঢাকা থেকে গ্রেফতার

অর্থ প্রতারণার অভিযোগে মামলায় আদালতের ৪ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত ২ বছর যাবৎ পলাতক আসামি তারেক হোসেন (৩৫) ও রমিা খাতুন (২৮) কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকার রামপুরার একটি ভাড়া বাসা থেকে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন পুলিশ। গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান আতিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

তারেক হোসেন গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে ও রিমা খাতুন একই গ্রামের জহিরুল ইসলামের মেয়ে। তারা সম্পর্কে ভাবি ও দেবর হন বলে জানান এসআই আতিক।

তিনি জানান, এই দুজনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদালতে চারটি মামলা রয়েছে। এসব মামলা থেকে বাঁচতে তারা ঢাকায় প্রায় ২

বছর আগে পালিয়ে গেছেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান, এসআই আতিক।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ নারীসহ ১৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ জন নারীসহ ১৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশ ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃরা হলেন, সদর উপজেলা টুঙ্গি গ্রামের আরেজ আলীর ছেলে সাহাবুদ্দীন ঘটক, মামলা নং সিআর ৩৫৫/২২, মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া এলাকার মন্টু মীরের ছেলে উজ্জল মীর, মামলা নং সিআর ৫৩/১৮, সদর উপজেলার সিংহাটি শিমুলতলা গ্রামের আব্দুল জলিলের স্ত্রী নছিনা খাতুন, নাজির হোসেনের স্ত্রী আসমা খাতুন, বকুল হোসেনের স্ত্রী সাবিনা খাতুন, আশরাফ আলীর স্ত্রী জাহানার খাতুন। এদের নামে এনজিও জাগরনি চক্র ঋণ খেলাপির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং সিআর ৫৫/২২, ঝাউবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের স্ত্রী শাহানারা খাতুন, মামলা নং সিআর ৯২/২০, গোভিপুর গ্রামের ইন্তাজ আলীর স্ত্রী চম্পা খাতুন মামলা নং এসসি ৯৩/২২, শহরের নতুনপাড়া এলাকার মৃতু আব্দুল মোমিনের ছেলে আলাউদ্দীন মামলা নং জিআর ১২২/২২, ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কুবাত আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল ও তার স্ত্রী রেনুকা খাতুন মাদক আইনে নিয়মিত মামলা নং ৪, তারিখ ৪/৮/২০২২ ইং ও রাইপুর দিঘিরপাড়া এলাকার মোকাম আলীর ছেলে মকবুল হোসেন, মামলা নং ৩, তারিখ ৪/৮/২০২২ ইং। গাংনী থানা পুলিশ অভিযান

চালিয়ে এ উপজেলার নিশিপুর গ্রামের লালন হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীন, মামলা নং সিআর ৪৪৬/২২ ও গাংনী বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকার সদর আলীর ছেলে ফজলুল হককে মামলা নং জিআর ১৭৪/১৫কে গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নাজিরাকোনা সোনাপুর গ্রামের ইউনুছ আলীর স্ত্রী সখি শুনা, মামলা নং সিআর ১২/২২ ও দারিয়াপুর গ্রামের শাবান আলীর ছেলে রাফিজ মামলা নং সিআর ৪২৩/২২ গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট পৃথভাবে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ শুক্রবার (৫ আগষ্ট) দুপুরেরর দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।